দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 APR 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

মেধা ও দক্ষতাশূন্যতা এবং শিক্ষা সংস্কার

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা শূন্যতা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইতোমধ্যে চরম বিপর্যয়ের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণের পথ সন্ধান আজ জরুরী। সে লক্ষ্যে সংস্কার অপরিহার্য। তবে তা হতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থায় মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সঙ্কট মোচনের পদক্ষেপ নিয়ে মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে। কারও অবাস্তব উচ্চাশা পূরণ অথবা দলীয়-উপদলীয়, ব্যক্তি/গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য নয়। তা হতে হবে সময়োপযোগী এবং করতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে। বিরাজমান পরিস্থিতি বিশেষ করে তৃণমূলের অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করে ও বাস্তবসম্মত দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়ে। কারণ সিদ্ধান্ত নেয়াটাই বড় কথা নয়, তা কার্যকর করাটাই আসল কাজ

দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা সংকুল শিক্ষা ব্যবস্থায় অপরিহার্য বিবেচনায় সরকার বর্তমানে ছাত্র ভর্তি, নির্বাচনী পরীক্ষা, প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এ সবের জন্য বিশ্বব্যাংক, এডিবিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে অর্থও সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনটি পূর্বের সরকারের সময় সম্পাদিত চুক্তি ও গৃহীত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায়, আর কোনটি বর্তমান সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে হচ্ছে তা জানা যায়নি। তবে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সংস্কার একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করে সময়োপযোগী, বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যকর করা গেলে তাতে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সংস্কারের নামে এমন কিছু সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী নেয়া হয়েছে, যা নিয়ে ইতোমধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। কথা উঠেছে যে, তৃণমূলের বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ন না করে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত গ্রহণ অনাবশ্যক বিবেচনা করে সরকার স্ব-প্রণোদিত হয়ে নানামুখী সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছে। সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করার কথা যে শিক্ষকদের, তারা এর জন্য কতটা প্রস্তুত, তা বিবেচনায় নেয়া হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে : এক. মেধাবীদের শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ, দুই. অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের ফলে মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা লাঘবের জন্য কার্যকর কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় এসব সংস্কার কর্মসূচী কতটা ফলপ্রসূ হবে?

সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যায়, মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসার এক থেকে তিন বছরের মধ্যে পেশা ত্যাগ করে থাকেন। আগে ইংরেজী, অংক ও বিজ্ঞানে দক্ষ শিক্ষক স্বল্পতার কথা শোনা গেলেও এখন প্রতিটি বিষয়ে এমনকি বাংলাতেও ভাল শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গত বেশ কিছুদিন ধরে বার বার বিজ্ঞাপন দিয়েও প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ পাচ্ছে না বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলো। লিখিত পরীক্ষায় ৪০% নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের নিয়োগের পরেও সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ সর্বশেষ বেতন স্কেলের ১৭তম গ্রেডে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের যে বেতন-ভাতা দেয়া হয়, তা সচিবালয়ের অফিস সহকারীদের নিচে। অন্যদিকে সারা দেশে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ১৭০টি প্রধান শিক্ষক ও ১৪৭টি প্রধান শিক্ষিকা পদের মধ্যে ৩৬ জন প্রধান শিক্ষক ও ৪২ জন প্রধান শিক্ষিকা বর্তমানে কর্মরত। সহকারী শিক্ষকের ২০০ এবং শিক্ষিকার ১৬৪টি পদের মধ্যে আছেন ৮০ জন শিক্ষক এবং ৬০ জন শিক্ষিকা। অর্থাৎ ২২৪টি পদই শূন্য। অবশ্য ১৯৭৪ সালেই বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনে মেধাবী ব্যক্তিদের শিক্ষকতায় অনাগ্রহ ও পেশা ত্যাগের উল্লেখ করে

এখন শিক্ষক পাওয়া দুর্লভ। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেসরকারী শিক্ষকেরা নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রাপ্তি অথবা উচ্চতর পদে নিয়োগের প্রত্যাশায় বাড়ির কাছে/পছন্দসই কোন প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষে নিয়োগ পাওয়ার পর গত দেড়-দুই বছর ধরেই সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। পূর্বে এমপিওভুক্ত থাকা সত্ত্বেও যোগদানকৃত নতুন প্রতিষ্ঠানে তাদের এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে না। কারণ শিক্ষা জীবনে এক বা একাধিক তৃতীয় বিভাগ। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ধরনের শর্ত আরোপের সময় এ বিষয়টি আমলেই নেয়নি যে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঐ সব শিক্ষক এক বা একাধিক তৃতীয় বিভাগের অধিকারী হয়ে থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে পূর্বের প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত ছিলেন। দক্ষ শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসকের স্বল্পতার বাস্তবতা মেনে নিয়ে তাদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নতুন প্রতিষ্ঠানেও তাদের এমপিও বহাল রাখাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তা করা হয়নি। ২. ৩০% মহিলা কোটা সম্পর্কিত পরিপত্রটি বার বার সংশোধন করা হলেও এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অন্যতম আবশ্যিক বিষয় "ইসলামিয়াত শিক্ষা" বিষয়ের শূন্যপদে বার বার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও "মহিলা মাওলানা" (যার যোগ্যতা কামেল/ফাজিল পাস) পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে দেশব্যাপী মাধ্যমিক স্তরে মাওলানার শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না।

৩. পূর্বে যোগদানের তারিখ থেকে শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা গণনার বিধান থাকলেও বিগত সরকার আমলে তা পরিবর্তন করে এমপিওভুক্তির তারিখ থেকে গণনার অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ফলে নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী পুরনো এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরাও কথিত 'অভিজ্ঞতার ঘাটতির' শিকার হয়ে এমপিও থেকে বঞ্চিত হয়ে পেশা ত্যাগে বাধ্য...

বিবেচনায় না নিয়ে বেতনের সরকারী অংশ (এমপিও) প্রদানের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা। ৪. যোগ্যতার সকল শর্ত পূরণ সত্ত্বেও ৪/৫ বছর ধরে এমপিওবঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবিলম্বে এমপিও প্রদান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সম্ভাবনাময় উচ্চমানের শিক্ষক রয়েছেন। ৫. বিগত আমলে অন্যায় ও অবৈধভাবে চাকরিচ্যুত ও প্রতিষ্ঠান থেকে অপসারিতদের যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে পুনর্বহাল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক রয়েছেন। ৬. সবকিছু ঢাকায় কেন্দ্রীভূত না করে অবিলম্বে শিক্ষা কাঠামো এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ। ৭. শিক্ষক সংগঠনগুলোকে শুধুমাত্র দাবি আদায়ের মধ্যে ব্যাপৃত না হতে দিয়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুরূপ, শিক্ষা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে সম্পৃক্তকরণ। ৮. শিক্ষকতা পেশায় মেধা আকর্ষণের লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল প্রবর্তন, চাকরির নিরাপত্তা ও নিয়মিত পদোন্নতি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। ৯. গবেষণা ও অগ্রসর শিক্ষা কর্মসূচীতে শিক্ষকদের উৎসাহ ও বিশেষ প্রণোদনা দানের কর্মসূচী গ্রহণ। ১০. শিক্ষা প্রশাসকদের ঘাটতি পূরণকল্পে বিশেষ পরীক্ষা ব্যবস্থা করে, যোগ্যদের জরুরী ভিত্তিতে পদোন্নতি দান। ১১. অবিলম্বে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করে দক্ষ শিক্ষকের সঙ্কট দূরীকরণের লক্ষ্যে আশু ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ।

এ মুহূর্তে জরুরী বিবেচ্য বিষয়

দেশের বেসরকারী স্কুল, কলেজ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসায় কর্মরত ৫ লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী আজ স্ত্রী পুত্র পরিবার-পরিজন নিয়ে জীবন ধারণের গভীর সঙ্কটে হাবুডুবু খাচ্ছেন। স্বল্প ও অনিয়মিত বেতনের সাথে প্রায় প্রতিদিন বর্ধমান দ্রব্যমূল্যে তাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো জরুরীভাবে সরকারের বিবেচনায় নেয়া উচিত : (১) অবিলম্বে স্বল্পমূল্যে চাল, ডাল, তেল, আটা সরবরাহ করা/রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন। (২) চাল, ডাল, আটা, তেলের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে সহায়ক অঙ্কের নগদ অর্থ প্রদান। (৩) অবিলম্বে মূল বেতনের ৫০% মহার্ঘ ভাতা প্রদান। (৪) সরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা প্রদানকালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্তকরণ। (৫) যোগ্যতার সকল শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও জনবলের অজুহাত তুলে দীর্ঘদিন ধরে নতুন প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে কর্মরত এমপিও বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও প্রদান। (৬) পূর্বে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনকারী এমপিও বঞ্চিত শিক্ষকদের এমপিও প্রদান।

মানবিক ও যৌক্তিক বিবেচনার বিষয়

(১) অমানবিক ও অসম্মানজনক ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়ার পরিবর্তে বসবাস উপযোগী আবাসন সুবিধা প্রদান অথবা সরকারী শিক্ষকদের অনুরূপ বাড়ি ভাড়া প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। (২) বিগত সরকারের আমলে বন্ধকৃত ২ ও ৮ বছর পূর্তিতে প্রাপ্ত পদোন্নতি পুনরায় প্রবর্তন। (৩) ঢাকা মহানগরসহ সারা দেশে বিগত আমলে নির্যাতিত চাকরিচ্যুত শিক্ষক-কর্মচারীদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ে দলনিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিষ্পত্তিকরণ। (৪) পূর্বের নিয়মে শিক্ষকতায় যোগদানের তারিখ থেকে শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা গণনা। (৫) শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে আগের নিয়মে শত ভাগ বেতন ও প্রতি বছর একটি করে প্রবৃদ্ধি ধরে মূল বেতন নির্ধারণ করত আর্থিক সুবিধা প্রদান। (৬) আইনের মারপ্যাঁচে ফেলে অবসর সুবিধা বঞ্চিতদের অবসর সুবিধা...

a period of 28 days prior to the date of submission of the tender).
e) Contractors of Govt/Semi Govt. & autonomous bodies may form JVCA with submission of judicial Affidavit as per PPR-2003.
f) Minimum average annual construction turn over should be 12(Twelve) Lac for Package nos. 103W,105W & 107W for the period of last 5(Five) years. Completed work certificate from Govt./Semi Govt./Autonomous bodies will be accepted. Any work certificate from Pvt. Sector will not be acceptable.

23	Brief Description of Works	As mentioned in Sl. No. 25 of IFT.
24	Price of Tender Document in BDTK.	TK. 500.00 (Taka Five hundred) for 103W,105W & 107W (Non Refundable) in the form of Pay Order/ Bank Draft from Schedule Bank of Bangladesh in favor of the Project Director, 10-Town Power Distribution System Development Project, Bidyut Bhaban (2nd Floor), Puran Bogra, BPDB,Bogra.

25	Package No	Identification of package & Location	Tender Security Amount (Tk)	Completion Time in Weeks / Months
	103W	Construction and Renovation of 11 KV, 11/.4 KV & 0.4 KV Distribution Lines of Diabatic, Kalitola & Maldaha Patti 11KV Feeder of Fakirpara 33/11 KV Sub-station at Dinajpur Town.	TK.26,500.00	6 (Six) Months
	105W	Construction and Renovation of 11 KV, 11/.4 KV & 0.4 KV Distribution Lines of New Town-01&02,BISIC,Mission,Heart Foundation & Circuit House 11KV Feeder of proposed New Town 33/11 KV Sub-station at Dinajpur Town.	TK.15,000.00	6 (Six) Months
	107W	Construction and Renovation of 11 KV, 11/.4 KV & 0.4 KV Distribution Lines of Town-[illegible] 11KV Feeder	TK.19,000.00	6 (Six) Months